ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
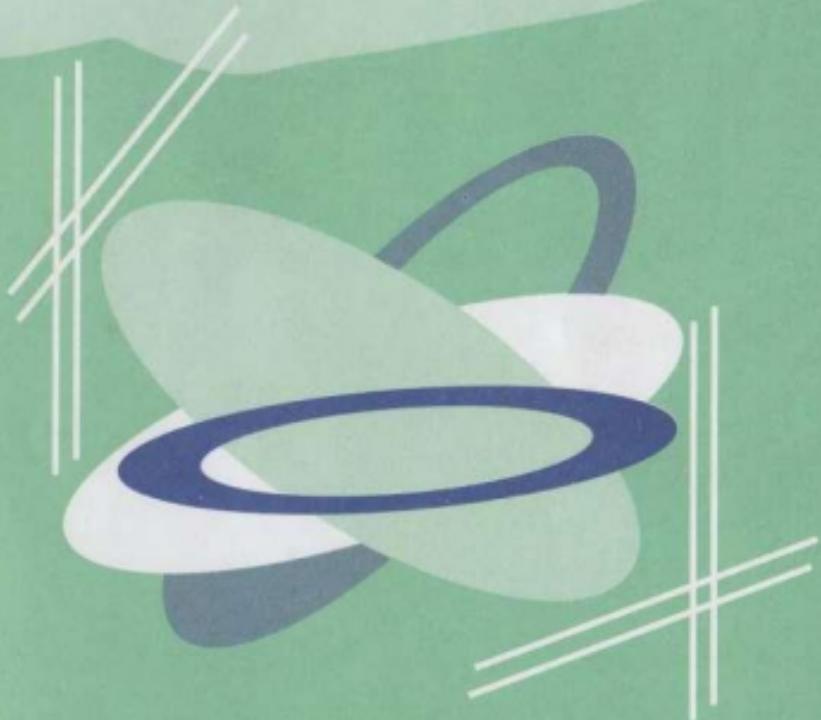
ইসলামের চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

❑ দোয়া ও তাসবীহ ❑ দরূদ ও সালাম
❑ খাওয়ার নিয়ম ❑ মেহমানদারী

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৮২

২য় প্রকাশ (১ম সংস্করণ)

রজব	১৪২৪
ভাদ্র	১৪১০
সেপ্টেম্বর	২০০৩

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISLAMER CHARTI GOROTTOPORNA BISHAY by A. N. M. Shirajul Islam. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 10.00 Only.

ভূমিকা

বাংলা ভাষী মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ইসলামের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষণীয়। ফলে তারা কুরআন ও সুন্নাহর নিকটতর হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে এবং সেই আলোকে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে। আল্লাহ্ কুরআন মজীদে বলেছেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ الاحزاب : ٢١

"রাসূলুল্লাহ্‌র জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"

–সূরা আল আহ্‌যাব ঃ ২১

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ২৩ বছরের নবুওয়াতী যিন্দেগীই হচ্ছে সঠিক ইসলামী যিন্দেগী। তাঁর জীবনের বিভিন্ন দিক জানার মাধ্যমে সেগুলোকে অনুসরণ করা সম্ভব। তাই এ পুস্তিকায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিন্দেগীর ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। বইয়ের ২য় সংস্করণ বর্ধিত আকারে প্রকাশ করা হলো।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর নবীর অনুসরণের মাধ্যমে যথাযথভাবে দীন পালনের তাওফীক দিন। আমীন।

রবিউস সানী ১৪২৪
আষাঢ় ১৪১০
জুন ২০০৩

এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম
বাংলা বিভাগ
রেডিও জেদ্দা
সৌদী আরব

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়
নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া ও তাসবীহ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম পাঠের পদ্ধতি ১৬

তৃতীয় অধ্যায়
ইসলামে খাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি ২৪

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামের মেহমানদারীর পদ্ধতি ৩৪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া ও তাসবীহ

আমরা নামাযে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে অনেক দোয়া, তাসবীহ ও অযীফা পাঠ করি না। অনেকে আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও না জানার কারণে তা করতে পারে না। আবার কেউ মনগড়া ও দলীল প্রমাণহীন কিছু অযীফা পাঠ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঠিক অনুসরণের উদ্দেশ্যে এখন আমরা নামাযে তাঁর দোয়া, তাসবীহ ও অযীফাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

صَلُّوْا كَمَا رَاَيْتُمُوْنِىْ اُصَلِّى ـ

"তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখ সেভাবে নামায পড়।"–বুখারী

এ হাদীসের আলোকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে যে সকল দোয়া ও তাসবীহ পাঠ করতেন, আমাদেরও তাই পাঠ করা উচিত। তিনি যে সকল দোয়া পড়েছেন, সে গুলো হচ্ছে ঃ

১. নামায শুরুর দোয়া

তাকবীরে তাহরীমার পর তিনি বিভিন্ন সময় নিম্নলিখিত দুটো দোয়ার যে কোনো একটা পড়তেন।

(ক)

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ـ اَللّٰهُمَّ اَغْسِلْنِىْ مِنْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ الْبَرَدِ ـ

"হে আল্লাহ ! পূর্ব ও পশ্চিমের যতটুকু দূরত্ব, আমার ও আমার গুনাহর মধ্যেও ততটুকু দূরত্ব সৃষ্টি করে দাও। হে আল্লাহ! ময়লা বিধৌত সাদা ধবধবে কাপড়ের মত আমাকেও গুনাহমুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ! পানি ও ঠাণ্ডা বরফ দিয়ে আমার সমস্ত গুনাহ ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দাও।"–বুখারী ও মুসলিম

(খ)

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلاَ اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। তোমার নাম বরকতপূর্ণ, তুমি শ্রেষ্ঠ এবং তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।"

২. রুকূ'র তাসবীহ

৩ বার বা আরো বেশী পড়া। রুকূ'র তাসবীহ হচ্ছে ঃ

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمُ ـ

"আমি আমার মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

রুকূ'র উক্ত তাসবীহ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো যা পড়তেন তা হচ্ছে ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ـ

"হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর।"–বুখারী ও মুসলিম

রুকূ' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি পড়তেন ঃ

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ অথবা رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

"হে আমাদের রব! সকল প্রশংসা আপনার জন্য।"–বুখারী ও মুসলিম

তারপর নিম্নের দোয়াটি পড়া উত্তম। এ দোয়ার ব্যাপারে বুখারী শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে এক ব্যক্তি নামায পড়েন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকূ' থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ বলে মাথা তোলেন। তখন ঐ ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি পড়েন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, "কে প্রথমে দোয়াটি পড়েছে ?" ব্যক্তিটি জবাব দিলেন, "আমি ইয়া রাসূলাল্লাহ!" তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেন, আমি ৩০জনেরও বেশী ফেরেশতাকে এর সওয়াব লেখার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে দেখেছি। সেই দোয়াটি হচ্ছে এই ঃ

حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ۔

"বেশী পবিত্র ও মোবারক প্রশংসা করছি।"

আরো একটু বেশী করে তিনি পড়তেন ঃ

مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَمِلْءَ الْاَرْضِ وَمِلْءَ مَابَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔

"সেই প্রশংসা হচ্ছে আসমান ভর্তি, যমীন ভর্তি এবং আসমান ও যমীনের মধ্যকার দূরত্ব পরিমাণ কিংবা তুমি যা চাও সে অনুযায়ী আরো বেশী পরিমাণ।"–মুসলিম

এছাড়া আরো একটু বেশী দোয়া তিনি পড়তেন বলে বর্ণিত আছে। সেই বর্ধিত দোয়াটুকু হচ্ছে–

اَهْلُ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ اَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ۔ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجِدِّ مِنْكَ الْجَدُّ۔

"হে আল্লাহ! তুমি সকল প্রশংসা ও সম্মানের মালিক। বান্দাহর প্রশংসা পাওয়ার তুমিই সর্বাধিক যোগ্য। আমরা সবাই তোমার বান্দাহ। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দাও তা কেউ ফিরাতে পারে না, আর তুমি যাকে নিষেধ কর তাকে কেউ দিতে পারে না। তোমার কাছে কারোর সম্পদ ও সম্মান কোনো উপকার করতে পারে না। অর্থাৎ একমাত্র নেক আমলই উপকার করতে পারবে।"–মুসলিম

৩. সেজদাহর তাসবীহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় তিনবার বা আরো বেশী নিম্নোক্ত তাসবীহ পড়তেন ঃ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى

"আমি আমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করছি।"

এছাড়াও তিনি নিম্নের দোয়াটি পড়েছেন ঃ

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ۔

"হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো।"

সেজদায় যত বেশী সম্ভব দোয়া করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ ـ مسلم

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেজদারত অবস্থায় বান্দাহ আল্লাহর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে। তাই তোমরা সেজদায় বেশী বেশী দোয়া করো।"–মুসলিম

অন্য একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِى الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ ـ مسلم

"রুকূ'তে আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ কর এবং সেজদায় বেশী করে দোয়া করো, তোমাদের দোয়া কবুলের এটাই উপযুক্ত সময়।"–মুসলিম

৪. দুই সেজদাহর মাঝে দোয়া

প্রথম সেজদাহ থেকে উঠে সোজা হয়ে বসে তিনি নিম্নোক্ত দোয়া করতেনঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاجْبُرْنِىْ ـ

"হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করো, হেদায়াত করো, রিয্ক দাও, রোগ ও বিপদমুক্ত করো, এবং সংশোধন ও ক্ষতিপূরণ করো।"

৫. দরূদের পরের দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই রাকায়াত কিংবা চার রাকায়াত বিশিষ্ট নামাযের শেষ রাকয়াতে তাশাহ্হুদ ও দরূদের পর ৪টি বিষয় থেকে পানাহ চেয়েছেন। সেগুলো হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ ـ

"হে আল্লাহ! আমি জাহান্নাম থেকে, কবর আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা এবং দাজ্জালের বিপদ থেকে আশ্রয় চাই।"-মুসলিম

তারপর দোয়া মাসূরা সহ বিভিন্ন দোয়া পড়া যায় এবং নিজের জন্যও দোয়া করা যায়।

৬. সালাম পরবর্তী দোয়া

আমরা ফরয নামাযের পর কোনো দোয়া পড়ি না। কিছু পড়লেও তা মনগড়া বরং সুন্নাত সহ সকল নামায শেষে স্বরচিত কিছু অযীফা কিংবা দোয়া পাঠ করি। কিন্তু যে কোনো ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নোক্ত দোয়া ও যিকিরগুলো করতেন ঃ

(ক) اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

"হে আল্লাহ! তুমি শান্তি ; শান্তি কেবল তোমার কাছ থেকেই ; হে সম্মান ও ইয্যতের মালিক! তুমি বরকতময়।"

তারপর তিনি বলতেন ঃ

(খ) لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ اَللّٰهُمَّ لَامَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ـ

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই। শাসন সাম্রাজ্য ও প্রশংসা কেবলমাত্র তাঁরই জন্য, তিনি সকল কিছুর উপর শক্তিমান। হে আল্লাহ! তুমি যাকে দাও তা কেউ ফিরাতে পারে না। আর তুমি যাকে নিষেধ করো তাকে কেউ দিতে পারে না। তোমার শক্তি ছাড়া কেউ কারোর কোনো উপকার করতে পারে না। আল্লাহ ছাড়া কারোর কোনো শক্তি সামর্থ্য নেই। আমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করি। তাঁর জন্যই নেয়ামত, করুণা, অনেক প্রশংসা। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাঁর দীনের ব্যাপারে আমরা মুখলিস (একনিষ্ঠ) যদিও তা কাফেরগণ অপসন্দ করে।"

(গ) তারপর তেত্রিশ বার সুবহানাল্লাহ্, তেত্রিশ বার আলহামদুলিল্লাহ্ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার বলতেন। একশ'র মাথায় তিনি পড়তেন ঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ -

"আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। শাসন সাম্রাজ্য ও প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য। তিনি সকল জিনিসের উপর শক্তিমান।"

(ঘ) তারপর আয়াতুল কুরসী পাঠ করতেন।–নাসায়ী

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে সকাল ও সন্ধ্যায় আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, জান্নাত ও তার মধ্যে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বাধা নেই।"

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। তবে তিনি ফজর ও মাগরিবের নামাযের ফরয নামাযের পর এ সূরাগুলো ৩বার করে পাঠ করতেন।–আহমাদ

(চ) তিনি ফরয নামাযের পর নিম্নোক্ত দোয়াও পড়তেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ -

"হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদাত করতে সাহায্য করো।"–আবু দাউদ

(ছ) এরপর জান্নাত ও জাহান্নামের দোয়া পড়া যায়। জান্নাত প্রাপ্তির দোয়া হচ্ছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ -

'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে জান্নাত প্রার্থনা করি।'

জাহান্নাম থেকে মুক্তির দোয়া ঃ

হারেস বিন মুসলিম তার পিতা থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চুপে চুপে বলেন, তুমি মাগরিব নামাযের পর কারোর সাথে কথা বলার আগে ৭বার বলবে, اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِىْ مِنَ النَّارِ 'হে আল্লাহ! আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও।' তাহলে ঐ রাতে মারা গেলে

তোমার জন্য জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ লেখা হবে। অনুরূপভাবে ফজরের নামাযের পরও তা বলবে, তাহলে ঐ দিন মারা গেলে তোমার জন্য জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ লেখা হবে।–আবু দাউদ

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ১২ রাকায়াত সুন্নাত নামায আদায়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন–

مَنْ صَلّٰى اثْنَتَىْ عَشَرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمِهٖ وَلَيْلَتِهٖ تَطَوُّعًا بَنَى اللّٰهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

"যে ব্যক্তি দিন ও রাতে ১২ রাকায়াত অতিরিক্ত (সুন্নাত) নামায পড়বে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন।"–মুসলিম

১২ রাকায়াত সুন্নাত নামায হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ ফজরের শুরুতে ২ রাকায়াত, যোহরের প্রথম ৪ রাকায়াত ও পরের ২ রাকায়াত, মাগরিবের ফরযের পর ২ রাকায়াত এবং এশার ফরযের পর ২ রাকায়াত।

ফরয নামায জামায়াতে মসজিদে পড়া আবশ্যক। অন্যান্য সকল সুন্নাত ও নফল নামায ঘরে পড়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِىْ بَيْتِه اِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ ـ

"ফরয নামায ছাড়া ব্যক্তির অন্যান্য নামায ঘরে পড়া উত্তম।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দোয়া

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় সাইয়েদুল ইস্তেগফার পড়ে রাতে মারা যায়, সে জান্নাতে যাবে এবং সকাল বেলায় তা পড়ে দিনে মারা যায়, সেও জান্নাতে যাবে।–বুখারী

সাইয়েদুল ইস্তেগফার ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ

مَااسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِىْ ـ

فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ ـ

"হে আল্লাহ ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো এবং আমি তোমার দাস। আমি

সাধ্যমত তোমার ওয়াদা অঙ্গীকার পালন করছি। আমি তোমার কাছে আমার মন্দ কাজ থেকে পানাহ চাই। আমি আমার উপর তোমার নেয়ামত স্বীকার করি এবং আমার গুনাহ্ স্বীকার করি, অতএব আমাকে মাফ কর। কেননা, তুমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ্ মাফ করতে পারে না।"

মা'কাল বিন ইয়াসার থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি সকালে তিনবার أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ। পাঠ করার পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ করে (هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ .... وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ) আল্লাহ তার জন্য ৭০ হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। তাঁরা সন্ধ্যা পর্যন্ত তার জন্য রহমতের দোয়া করতে থাকবেন। সেদিন সে মারা গেলে শহীদী মৃত্যু হাসিল হবে। যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় এভাবে পাঠ করবে সেও এই মর্যাদা লাভ করবে।"–তিরমিযি

কাপড় খোলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলে কাপড় খুলতেন।

০ রোগী দেখার সময়ে দোয়া ঃ

রোগী দেখার সময় তিনি পড়তেন ঃ

لاَبَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ -

"কোনো অসুবিধা নেই, পবিত্রতা ইনশাআল্লাহ।

০ মজলিস বা বৈঠক থেকে উঠার দোয়া ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মজলিস বা বৈঠক থেকে উঠার আগে নিম্নের দোয়া পড়ে, আল্লাহ তার মজলিসের সকল ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দেন।

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

"হে আল্লাহ ! আমি তোমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। আমি তোমার কাছে গুনাহ মাফ চাই ও তাওবাহ করি।–তিরমিযি ও আবু দাউদ

০ সকাল ও সন্ধ্যা বেলার দোয়া ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকাল বেলা হলে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ـ

“হে আল্লাহ! তোমার নামে আমরা সকাল ও সন্ধ্যা বেলায় পৌঁছি, তোমারই নামে আমরা বাঁচি ও মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন।”

তিনি আরো বলেছেন, সন্ধ্যা বেলায় পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَمْسَيْنَا وَبِكَ اَصْبَحْنَا وَبِكَ نَحْيَا وَبِكَ نَمُوْتُ وَاِلَيْكَ النُّشُوْرُ ـ

“হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমরা সন্ধ্যা ও সকাল বেলায় পৌঁছি, তোমারই নামে আমরা বাঁচি ও মরি এবং তোমারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে।” –তিরমিযি ও আবু দাউদ

০ ঘরে ঢোকার দোয়া ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْـاَلُكَ خَيْـرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْـرَ الْمَخْـرَجِ بِسْمِ اللّٰـهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَعَلٰى رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ ابو داود

“হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি উত্তম প্রবেশ ও উত্তম বহির্গমনের! আল্লারই নামে আমরা প্রবেশ করছি, আল্লাহরই নামে আমরা বের হচ্ছি এবং আমরা আমাদের রবের উপরই নির্ভর করি।”–আবু দাউদ

০ ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰـه اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَعُوْذُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضِلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ اُجْهَلَ عَلَىَّ ـ

“আল্লাহর নামে, আল্লাহর উপর নির্ভর করলাম। হে আল্লাহ! আমি পানাহ চাই গোমরাহ করা বা হওয়া থেকে, পদস্খলন করা বা হওয়া থেকে, যুলুম করা বা মযলুম হওয়া থেকে এবং অজ্ঞ হওয়া বা করা থেকে।”

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম পাঠের পদ্ধতি

দরূদ ও সালামের ফযীলত

আল্লাহ পবিত্র কুরআন মজিদে বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ط يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ - الاحزاب : ٥٦

"আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা নবীর ওপর সালাত (দরূদ) ও সালাম পাঠান। সুতরাং হে মু'মিনগণ! তোমরাও তার ওপর সালাম ও সালাত পাঠ করো।"–সূরা আল আহযাব ঃ ৫৬

ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে বলেছেন, আল্লাহ এ আয়াতে উর্ধজগতে তাঁর কাছে নবীর সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে বান্দাহকে অবহিত করেন যে, স্বয়ং আল্লাহ ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাদের সামনে নবীর ওপর সালাত পাঠান এবং অনুরূপভাবে ফেরেশতারাও নবীর ওপর সালাত পাঠ করেন। সে জন্য আল্লাহ নিম্নজগতের মানুষকেও নবীর ওপর সালাত ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেনো নবীর ওপর উর্ধ ও নিম্ন জগতের সালাম একাকার হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যখন মুয়াযযিনের আযান শুন তখন মুয়াযযিন যা বলে, তোমরাও জবাবে অনুরূপ বলবে। তোমরা আমার ওপর সালাত পাঠ করবে। কেননা, যে আমার ওপর ১ বার সালাত (দরূদ) পাঠ করে, আল্লাহ তার ওপর ১০ বার সালাত পাঠান। তারপর তোমরা আমার জন্য 'ওয়াঁসিলাহ' লাভের দোয়া করবে। ওয়াসিলাহ হচ্ছে, জান্নাতের এমন একটি মর্যাদা, যা আল্লাহর একজন বান্দাহই তা লাভ করবে। আমি আশা করি যে, আমিই সেই বান্দাহ হবো। যে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ঐ ওয়াসিলাহ লাভের দোয়া করবে, সে আমার সুপারিশ লাভ করবে। (বুখারী ও ইবনে মাজাহ ছাড়া আরও অনেকেই তা বর্ণনা করেছেন।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন ঃ

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِيْ حَتّٰى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ -

"কেউ আমার প্রতি সালাম পাঠালে আল্লাহ আমার দেহে আমার রূহকে ফেরত পাঠান এবং আমি সালামের জবাব দেই।"

–আবু দাউদ ও তিবরানী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, 'কেউ আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তার ওপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করেন।'

বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় বাইরে এসে বলেন ঃ আমার কাছে জিবরীল এসে বললো, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মতের কেউ আপনার প্রতি দরূদ পাঠালে আমি তার প্রতি ১০বার রহমত পাঠাই এবং আপনার উম্মতের কেউ সালাম পাঠালে আমি তার প্রতি ১০ বার সালাম পাঠাই ?

অন্য হাদীসে এসেছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠায়, ফেরেশতারা তার প্রতি দরূদ পাঠায়, যে পর্যন্ত সে আমার উপর দরূদ পাঠাতে থাকে। সুতরাং ইচ্ছা করলে কেউ কম বা বেশী দরূদ পড়তে পারে।

হাদীসে আরো এসেছে ঃ

সে ব্যক্তি আমার অধিকতর নিকটবর্তী হবে, যে আমার প্রতি দরূদ পাঠাবে। ঈমানদারের জন্য এটাই যথেষ্ট কৃপণতা যে, তার সামনে আমার আলোচনা হলে সে আমার প্রতি বেশী বেশী দরূদ পাঠ করে না। আমার উম্মতের মধ্য হতে যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে তার জন্য ১০টি নেকী লেখা হয় এবং তার ১০টি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।

আবুল হাসান শাফেঈ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তাঁর বইতে লিখেছেন ঃ

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّكِرُوْنَ وَغَفِلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَفِلُوْنَ

"আল্লাহ মুহাম্মাদের প্রতি তাওবার দরূদ (রহমত) প্রেরণ করুন যতবার যিক্‌রকারীরা তাঁকে স্মরণ করে এবং গাফেলরা তাঁর যিক্‌র থেকে বিরত থাকে।"

এই দরূদের বিনিময়ে তিনি কি পেয়েছেন ?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

এর বিনিময়ে সে যা পেয়েছেন তাহলো, হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাঁকে হিসেবের জন্য দাঁড় করাবেন না।[১]

সালাত (দরূদ)-এর অর্থ

মুবাররাদ বলেছেন, সালাতের মূল অর্থ হলো রহমত। যখন আল্লাহর প্রতি এই শব্দের সম্বোধন করা হয়, তখন এর অর্থ হয় রহমত। অর্থাৎ আল্লাহ্ রহমত নাযিল করেন। ফেরেশতার প্রতি সম্বোধন করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায় রহমত ও দয়ার জন্য দোয়া করা। অর্থাৎ ফেরেশতারা বান্দাহদের জন্য আল্লাহর কাছে রহমত ও দয়ার উদ্দেশ্যে দোয়া করেন। আর মু'মিনদের প্রতি সম্বোধন করা হলে, এর অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর কাছে মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করা। ফলে উপরোল্লিখিত আয়াতের অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ্ তাঁর নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতারা তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে রহমত ও দয়া নাযিলের দোয়া করেন। তাই 'হে ঈমানদারগণ! তোমরাও নবীর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া কর ও তাঁর ওপর সালাম পাঠ করো।'

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু উক্ত আয়াতের নিম্নোক্ত অর্থ বর্ণনা করেছেন ঃ আল্লাহ্ ও ফেরেশতাগণ নবীর ওপর বরকত নাযিল করেন।

আল্লাহর প্রতি 'সালাত' শব্দের সম্বোধন করা হলে এর অর্থ দাঁড়ায়, নবীর জন্য সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নবী ছাড়া অন্যদের জন্যে রহমত বর্ষণ করা।

হাদীস শরীফে ফেরেশতাদের সালাতের অর্থ এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَلْمَلٰئِكَةُ تُصَلِّىْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَّا دَامَ فِىْ مُصَلاَّهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ، تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ عَلَيْهِ ، اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ ، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ ، مَالَمْ يُحَدِّثْ اَوْ يَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ - البخارى، مسلم

---

(১) এহইয়াউ উলূমুদ্দীন-(ইমাম গাযালী)

"তোমরা যতক্ষণ নামাযের মুসাল্লায় অবস্থান করো ততক্ষণ ফেরেশতাগণ তোমাদের ওপর 'সালাত' পাঠ করতে থাকে। ফেরেশতাগণ বলেন, হে আল্লাহ! তার ওপর সালাত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! তার ওপর রহমত বর্ষণ করো। হে আল্লাহ! তাকে মাফ করো। যে পর্যন্ত মুসল্লী কথা না বলে কিংবা মসজিদ থেকে বের না হয়, সে পর্যন্ত ফেরেশতারা এভাবে দোয়া করতে থাকে।"–বুখারী, মুসলিম

আবুল আলিয়া বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত পাঠের অর্থ হচ্ছে, ফেরেশতার সামনে নবীর প্রশংসা করা এবং ফেরেশতাদের সালাত পাঠের অর্থ হচ্ছে দোয়া করা।

সালামের অর্থ

সালাম শব্দের তিনটি অর্থ আছে। সেগুলো হলো ঃ ১. শান্তি বর্ষণ করা। ২. আল্লাহর এক নাম 'সালাম'। তখন সালামের অর্থ দাঁড়ায়–আল্লাহ আপনার নিরাপত্তা ও যত্নের দায়িত্ব নিন। মূলত তিনিই এর দায়িত্বশীল। ৩. বিনয় ও আনুগত্য।

এ অর্থটি কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْنَ فِىْ

اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ○ ـ النساء : ٦٥

"আপনার প্রতিপালকের শপথ! তারা সে পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারে না, যে পর্যন্ত না আপনাকে নিজেদের বিরোধ মিমাংসায় ফয়সালাকারী মানে এবং পরবর্তীতে আপনার ফয়সালার ব্যাপারে মনে কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব পোষণ না করে ও পূর্ণ আনুগত্য করে।"–সূরা আন নিসা ঃ ৬৫

সালামের পদ্ধতি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ

عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

"হে আল্লাহ! হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানের ওপর রহমত নাযিল কর। যেমন করে তুমি হযরত

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর পরিবার পরিজনের ওপর করেছিলে। তুমি বরকত নাযিল কর, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ ও সন্তানের ওপর, যেমন করে তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের পরিবারের ওপর বরকত নাযিল করেছিলে। তুমি নিসন্দেহে প্রশংসিত ও মর্যাদাবান।"–বুখারী ও মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, কেউ যদি আহলে বাইত তথা নবী পরিবারের ওপর দরূদের মাপকাঠির ভিত্তিতে পূর্ণ দরূদ পাঠিয়ে সন্তুষ্ট হতে চায় সে যেনো বলে–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِىِّ وَاَزْوَاجِهٖ اُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَذُرِّيَّتِهٖ وَاَهْلِ بَيْتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - ابو داؤد والطبرانى

"হে আল্লাহ! তুমি ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ওপর যে ভাবে (সালাত) রহমত পাঠিয়েছো অনুরূপভাবে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর স্ত্রীগণ তথা উম্মুহাতুল মু'মিনীন, তাঁর সন্তান ও পরিবার পরিজনের ওপরও রহমত পাঠাও।"

–আবু দাউদ ও তিরমিযী

দরূদ (সালাত) পড়ার মুস্তাহাব সময়

ইবনে আতা বলেছেন, দোয়ার ৪টা বিষয় আছে। সেগুলো হচ্ছে–খুঁটি, বাহু, মাধ্যম ও সময়। দোয়া যদি তার খুঁটির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা শক্তিশালী হয়, যদি দোয়ার বাহু থাকে তাহলে সে আকাশে ওঠে যায়, যদি তা উপযুক্ত সময়ে করা হয় তাহলে সফল হয় এবং যদি মাধ্যম সঠিক হয় তাহলে তা উপাদেয় হয়।

দোয়ার খুঁটি হচ্ছে গভীর মনোনিবেশ, বিনয়, নম্রতা ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টি ; এর বাহু হচ্ছে সত্য ও যথার্থতা ; এর সময় হচ্ছে, ভোর রাত এবং মাধ্যম হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ।

হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, দোয়া ও নামায আসমান এবং যমীনের মাঝে ঝুলন্ত থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত (দরূদ) না পড়া পর্যন্ত তার কোনো অংশই আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না।[১]

---

১. তিরমিযি।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনুরূপ অর্থবোধক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে তার বর্ণনায় এতটুকু বেশী আছে যে, মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের ওপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত দোয়া আসমান ও যমীনের মাঝে ঝুলে থাকে।[১]

আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ পাঠ ছাড়া দোয়া মুলতবী থাকে।–তাবরানীর আওসাত গ্রন্থ

দরূদ পড়ার সময়-কাল

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উচ্চারণ, লেখা ও শোনার পর দরূদ পাঠ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার কাছে আমার নাম উচ্চারণ করা হয়েছে অথচ সে আমার উপর দরূদ পড়েনি।"

(২) আযানের সময় ও আযানের পরে।

(৩) নিজের জন্য কিংবা অপরের জন্য দোয়া করার আগে।

(৪) শুক্রবার দিন। কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

"তোমরা আমার ওপর শুক্রবারে বেশী বেশী দরূদ পাঠ করো।"
–আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, হাকেম

(৫) মসজিদে প্রবেশের সময়। যেমন–

بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْلَنَا وَافْتَحْ لَنَا اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ۔

"আল্লাহর নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সালাম। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করো। আমাদেরকে ক্ষমা করো, আমাদের জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।"

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময়ও অনুরূপ দোয়া পড়ে শেষে বলতে হবে–اَبْوَابَ فَضْلِكَ

১. আওসাত তাবরানী

(৬) জানাযা নামাযে ২য় তাকবীরের পর।

(৭) সকল স্থানেই দরূদ পড়তে হবে।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "তোমরা আমার ঘরকে উৎসবের কেন্দ্র এবং তোমাদের ঘরকে কবর বানিও না। তোমরা যেখানেই থাক আমার ওপর দরূদ পড়। তোমরা যেখানেই থাক না কেনো, তোমাদের দরূদ ও সালাম আমার কাছে পৌঁছায়।"–আবু দাউদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "আল্লাহর ভ্রাম্যমান ফেরেশতা আছে। তাঁরা আমার কাছে আমার উম্মাহর লোকদের সালাম পৌঁছায়।"–আহমাদ, নাসাঈ

(৮) তাশাহ্হুদের মাঝে ও তাশাহ্হুদের পরে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ নামায পড়লে সে যেনো বলে–

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰةُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ۔

"সকল শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, সালাত ও পবিত্রতা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। হে নবী! আপনার ওপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত নাযিল হোক। আমাদের ওপর এবং সকল নেক বান্দাহদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

তোমরা যখন এটা বল তখন আসমান ও যমীনের সকল নেক বান্দাহর কাছে তা পৌঁছে।–বুখারী ও মুসলিম

(৯) মজলিস থেকে দাঁড়ানোর সময়।

(১০) বরের পক্ষ থেকে কনের কাছে বিয়ের প্রস্তাব করার সময়।

(১১) জুমআর খুতবা, দুই ঈদের খুতবা, ইসতিস্কার নামাযসহ অন্যান্য খুতবায় দরূদ পড়তে হবে।

দরূদ না পাঠকারীর নিন্দা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ যার কাছে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে অথচ সে আমার ওপর দরূদ পড়েনি।–নাসাঈ, তিরমিযি

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "কোনো দল বৈঠকে বসার পর আল্লাহর যিক্র ও আমার সালাত (দরূদ) পড়া ছাড়া সেখানে থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, তাদের ওপর আল্লাহর ক্ষোভ থাকে। আল্লাহ চাইলে তাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন, নইলে ক্ষমাও করে দিতে পারেন।"–তিরমিযি, আবু দাউদ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, "যার নিকট আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে কিংবা আমাকে স্মরণ করা হয়েছে এবং যে আমার ওপর দরূদ পড়েনি, সে জান্নাতের পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।"

আল্লামা নাসেরুদ্দিন আলবানী হাদীসটিকে 'মুরসাল' তবে বিশুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন।

সার সংক্ষেপ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাম ও সালাত পাঠানোর মাধ্যমে নিম্নোক্ত ফায়দাগুলো অর্জিত হয়।

১. আল্লাহর আদেশ পালন।

২. আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিবারে ১০টি রহমত লাভ ।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ নসীব।

৪. বান্দাহর বিপদ থেকে মুক্তি লাভ।

৫. বান্দাহর সাথে তার রবের সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়।

৬. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা জন্মে।[১]

---

১. এ অধ্যায়টি আবু হোযাইফা ইবরাহীম মুহাম্মাদের রচিত সেফাতুস সালাহ আলান নাবিয়্যি অবলম্বনে লেখা।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামে খাওয়ার নিয়ম-পদ্ধতি

খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো শরীরিক শক্তি সঞ্চয় করে আল্লাহর ইবাদাত করা এবং তাঁরই নির্দেশিত পন্থায় দুনিয়ার যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া। ক্ষুধা পেলে খাওয়া এবং পিপাসায় পান করা প্রয়োজন। ক্ষুধা ও পিপাসা না থাকলে না খাওয়াই উত্তম। বরং তা বেশী খাবারের অন্তর্ভুক্ত এবং শরীরের ওপর এর খারাপ প্রভাব অনিবার্য। এরপর মনের ওপরও তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অলসতা, বিলাসিতা ও আল্লাহর নেয়ামতের না-শোকরগুযারী শুরু হতে পারে। এখান থেকেই অপচয়ের সূচনা হয়। অপচয় ইসলামে হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে বলে প্রচলিত আছে। তবে সম্ভবত এটা কোনো সাহাবীর বক্তব্যই হবে–

نَحْنُ قَوْمٌ لاَنَاْكُلُ حَتّٰى نَجُوْعَ، وَاِذَا اَكَلْنَا فَلاَ نَشْبَعُ ـ

"আমরা এমন এক জাতি, ক্ষুধা না লাগা পর্যন্ত আমরা খাই না এবং যখন খাই, তখন অল্প খাই ; পরিতৃপ্ত হই না।"

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ○ ـ الاعراف : ٣١

"তোমরা খাও ও পান কর কিন্তু অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।"–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩১

অপব্যয় বা অপচয় আল্লাহর আইনের সীমালংঘন, খানা পিনার সীমালংঘন কয়েক প্রকারের হতে পারে।[১]

১ হালালকে অতিক্রম করে হারাম পর্যন্ত পৌঁছা এবং হারাম জিনিস পানাহার করা।

২. আল্লাহর হালালকৃত জিনিসকে শরীআত সম্মত কারণ ছাড়াই হারাম মনে করা। এটা গুনাহ এবং আল্লাহর আইন ও আদেশের বিরোধিতা ।

৩. প্রয়োজনের চাইতে বেশী পানাহার করাও সীমালংঘনের অন্তর্ভুক্ত। তাই ফকীহগণ পেট ভর্তি করে খাওয়ার পর অতিরিক্ত খাবার গ্রহণকে নাজায়েয বলেছেন।–আহকামুল কুরআন

৪. কম খেয়ে দুর্বল হয়ে পড়া এবং ফরয ইবাদাতের শক্তি সামর্থ না থাকাও সীমালংঘনের মধ্যে গণ্য।

---

১. তাফসীর মাআরেফুল কুরআন–মুফতী মুহাম্মদ শফী।

আল্লাহ্ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنِ

"নিশ্চয় অপচয়কারীরা শয়তানের ভাই।"

আল্লাহ্ আরো বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ○

"আল্লাহ্ তাদেরকে পসন্দ করেন যারা ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে অর্থাৎ প্রয়োজনের চেয়ে কমও ব্যয় করে না কিংবা বেশীও ব্যয় করে না।"–সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৭

হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, বেশী পানাহার থেকে বেঁচে থাক, কারণ অধিক পানাহার শরীর নষ্ট করে, রোগের জন্ম দেয় এবং কাজে অলসতা সৃষ্টি করে। পানাহারের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো, এটা দেহের সুস্থতার সহায়ক এবং অপব্যয় থেকে মুক্ত। তিনি আরো বলেন, আল্লাহ্ মোটা ও স্থূলদেহী আলিমকে পছন্দ করেন না। মানুষ ততক্ষণ ধ্বংস হয় না যতক্ষণ সে মানসিক চাহিদাকে দীনের উপর অগ্রাধিকার দান না করে।–তাফসীরে রুহুল মাআনী

সর্বদা সুস্বাদু পানাহারের চিন্তায় মশগুল থাকা এবং পানাহারকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারণ করা উচিত নয়। তাই একজন মনীষী বলেছেন ঃ বেঁচে থাকার জন্য খাওয়া, খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকা নয়।

মন কোনো জিনিস খেতে চাইলে তা অবশ্যই পূরণ করার মানসিকতাও অপচয়ের মধ্যে গণ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّ مِنَ الْاِسْرَافِ اَنْ تَاْكُلَ كُلَّ مَا اشْتَهَيْتَ

"মন যা চায় তা খাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে ওঠাও অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত।"–ইবনে মাজাহ

এ সকল বক্তব্য ও মন্তব্যের মূল কথা হলো খাওয়া সহ সব কিছুতে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। একথাটিই ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে ঃ

كُلْ مَاشِئْتَ وَالْبِسْ مَا شِئْتَ مَا اَخْطَأَتْكَ ثِنْتَانِ سَرْفٌ اَوْ مَخِيْلَةٌ ـ

"যা ইচ্ছা পানাহার করো এবং যেমন পোশাক চাও পরো তবে দুটি বিষয় থেকে বেঁচে থাকো–এক. অপচয়, দুই. গর্ব অহংকার।"–বুখারী

উপরে বর্ণিত আয়াত থেকে ৮টি মাসআলা জানা যায়–

১. যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু পানাহার করা ফরয। ২. কোনো জিনিসকে হারাম করার প্রমাণ শরীআতে না পাওয়া গেলে তা অবশ্যই হালাল। ৩. হারাম জিনিস ব্যবহার ও পানাহার নিষিদ্ধ। ৪. হালাল জিনিসকে হারাম মনে করা গুনাহ এবং অপব্যয়। ৫. পেট ভরে খাওয়ার পরও পুনরায় খাওয়া নাজায়েয। ৬. খুব কম খাওয়া নাজায়েয যার ফলে শরীর দুর্বল হয়ে যায় এবং ইবাদাত করা কষ্টকর হয়। ৭. সর্বদা পানাহারের চিন্তায় মশগুল থাকা অপব্যয়। ৮. মনে কিছু চাইলে তা অবশ্যই খেতে হবে এবং সেজন্য পাগলপারা হয়ে যাওয়া অপব্যয়।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাকস্থলী হলো দেহের চৌবাচ্চা। দেহের সমস্ত শিরা উপশিরা এ চৌবাচ্চা থেকে সিক্ত হয়। পাকস্থলী সুস্থ হলে সমস্ত শিরা উপশিরা এখান থেকে স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিয়ে ফিরবে এবং পাকস্থলী দূষিত হলে সমস্ত শিরা উপশিরা রোগ ব্যাধি নিয়ে সমস্ত দেহে ছড়িয়ে পড়বে।–বায়হাকী

এ আলোচনার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মু'মিন মুসলমানগণ সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করতে পারবে না। বরং দুনিয়ার সকল নেয়ামত তাদেরই প্রাপ্য। তাদের ওসিলায় অন্যরাও তা ভোগ করছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন ঃ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِيَ

لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ط - الاعراف : ٣٢

"আপনি বলুন, আল্লাহর দেয়া সাজ সজ্জাকে যা তিনি বান্দাহর জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র রিযক বা পানাহারকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন, এসব নেয়ামত দুনিয়ার জীবনে মু'মিনের জন্য এবং কেয়ামতের দিন বিশেষভাবে তাদেরই প্রাপ্য বা নির্ধারিত।"
–সূরা আল আ'রাফ ঃ ৩২

মু'মিনদের আনুগত্যে দুর্বলতা এবং ঈমানের দাবী পুরো আদায় না করার কারণে এ সকল নেয়ামত আনুপাতিক হারে অন্যদের কাছে বেশী দেখা যায়। যেহেতু দুনিয়া হচ্ছে কর্মক্ষেত্র, প্রতিদান ক্ষেত্র নয়। তাই আল্লাহর দস্তরখান সবার জন্য সমান। মু'মিনরা শক্তিশালী ও মজবুত ঈমানের অধিকারী হলে নেয়ামতের সিংহভাগ তাদের কাছেই আসবে।

খাওয়ার ব্যাপারে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে–

১. খাবার বা রিয্ক অবশ্যই হালাল ও পবিত্র হতে হবে এবং তা যেনো হারাম না হয় তার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। হারাম রিয্ক গ্রহণ করে ইবাদাত করলে সে ইবাদাত আল্লাহ কবুল করেন না।

আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ ـ البقرة : ١٧٢

"হে ঈমানদারগণ ! আমি তোমাদের জন্য যে হালাল ও পবিত্র রিযক দান করেছি তা থেকে খাও।"–সূরা আল বাকারা ঃ ১৭২

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ـ النساء : ٢٩

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের পরস্পরের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না, লেন-দেন তো পরস্পরের সন্তোষের ভিত্তিতে হওয়া আবশ্যক।"–সূরা আন নিসা ঃ ২৯

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ ـ

"হারাম খাদ্য থেকে সৃষ্ট গোশতের জন্য আগুনই অধিক উপযুক্ত।"

২. খাওয়ার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত আল্লাহর ইবাদাত করা। খেয়ে কিংবা ভালো ও বেশী খেয়ে আল্লাহর নাফরমানি করা এবং গুনাহর কাজ করা কতইনা আপত্তিকর।

৩. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেঝেয় বসে খাবার গ্রহণ করতেন।

৪. খাওয়ার সময় বিনয়ের সাথে বসতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لاَ اٰكُلُ مُتَّكِئًا اِنَّمَا اَنَا عَبْدٌ اٰكُلُ كَمَا يَاْكُلُ الْعَبْدُ وَاَجْلِسُ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ ـ

"আমি হেলান দিয়ে খাই না। আমি একজন দাস, দাসের মতই খাই এবং দাসের মতোই বসি।"–বুখারী

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণত খাওয়ার সময় দুই ভাবে বসতেন। হয় দুই হাঁটু বিছিয়ে দুই পায়ের ওপর কিছুটা

নামাযের মত বসতেন কিংবা ডান পা দাঁড় করে বাম পায়ের ওপর বসতেন।

৫. উপস্থিত খাবার পসন্দ হলে খাওয়া উচিত এবং অপছন্দ হলে না খেয়ে চুপ করে থাকা উচিত। কোনো খাবারের দুর্নাম বা অর্থহীন সমালোচনা করা উচিত নয়। কেননা হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে–

مَا عَابَ رَسُوْلُ اللّٰهِ طَعَامًا قَطُّ اِنِ اشْتَهَاهُ اَكَلَ وَاِنْ كَرِهَهُ تَرَكَ ـ

"রাসূলুল্লাহ (সা) কখনো কোনো খাবারের বদনাম করতেন না। ভালো লাগলে খেতেন এবং ভালো না লাগলে খেতেন না।"–আবু দাউদ

তবে গঠনমূলক সমালোচনা করতে আপত্তি নেই।

৬. পরিবারের সদস্যবৃন্দ, চাকর ও মেহমানের সাথে মিলে একসাথে খাবার খাওয়া উত্তম। মহিলারা শুধু মুহাররাম আত্মীয় স্বজনের সাথে মিলে খাবে, অন্যদের সাথে নয়। পর্দা লংঘন করা হারাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيْهِ ـ

"তোমরা এক সাথে মিলে খানা খাও, আল্লাহ তাতে বরকত দেবেন।"–তিরমিযি

৭. খাওয়ার শুরুতে হাত মুখ ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে। হাত না ধুলে হাতের ময়লা মুখে গিয়ে পেটের অসুখ হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اَلْوُضُوْءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَنْفِى الْفَقْرَ وَبَعْدَهُ يَنْفِى الْهَمَّ ـ

"খাওয়ার পূর্বে হাত ধোয়া অভাব ও দারিদ্র্য দূর করে এবং খাওয়ার পরে হাত ধোয়া দুশ্চিন্তা ও দুঃখ কষ্ট দূর করে।"

হাতে ময়লা লেগে থাকাটা স্বাভাবিক। তাই হাত ধুয়ে খাওয়া স্বাস্থ্য ও রুচিসম্মত।

৮. বিস্‌মিল্লাহ্ বলে খাওয়া শুরু করতে হবে এবং প্রথমে বিস্‌মিল্লাহ্ বলতে ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র বলতে হবে— 'বিস্‌মিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু'। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে–

اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ فَاِنْ نَسِىَ اَنْ يَّذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ـ

"তোমাদের কেউ খেলে সে যেনো আল্লাহর নাম স্মরণ করে। যদি প্রথমেই আল্লাহর নাম 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলতে ভুলে যায় তার মনে হওয়া মাত্র যেনো বলে বিস্‌মিল্লাহি আউয়ালাহু ওয়া আখেরাহু।"
—আবু দাউদ ও তিরমিযি

৯. খাওয়া শেষে আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কেউ খানা শেষে যদি এ দোয়া পড়ে তাহলে আল্লাহ তার সকল গুনাহ মাফ করে দেবেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ ـ

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি খানা খাইয়েছেন ও রিয্‌ক দিয়েছেন, যাতে আমার কোনো শক্তি সামর্থ্য ছিলো না।"—বুখারী

১০. তিন আঙুল দিয়ে লোকমা বানাতে হবে এবং লোকমা ছোটো হওয়া দরকার। তারপর ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে। পাত্রের যে অংশ নিজের কাছে সে দিক থেকে খেতে হবে। মাঝখান থেকে নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওমর বিন সালামাহকে বলেন, হে বালক! বিস্‌মিল্লাহ্ বলো, তোমার ডানহাতে খাও এবং তোমার নিকটবর্তী অংশ থেকে খাও।—মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, খাদ্য পাত্রের মাঝখানে বরকত নাযিল হয়। সুতরাং তোমরা পাত্রের পাশ থেকে খাও এবং মাঝখান থেকে খেয়ো না।—বুখারী ও মুসলিম

১১. হাত ধোয়া কিংবা মোছার আগে আঙুল ও পাত্র চেটে খাওয়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের কেউ খানা খেলে আঙুল চাটার আগে তা যেনো মুছে না ফেলে।
—বুখারী ও মুসলিম

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল ও তরকারির পাত্র চেটে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা জাননা তোমাদের কোন্ খাবারে বরকত রয়েছে।—মুসলিম

১২. হাত বা পাত্র থেকে খানা নীচে পড়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা পরিষ্কার করে খেতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের কারোর খাবারের লোকমা নীচে পড়ে গেলে তা তুলে নাও এবং ময়লা পরিষ্কার করে তা খেয়ে ফেলো। তা শয়তানের জন্য ফেলে রেখো না।–মুসলিম

১৩. গরম খাবার ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে খাওয়া উচিত নয়। বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। অনুরূপভাবে পানি পান করার সময়ও যেনো তাতে ফুঁ দেয়া না হয়। পান পাত্রের বাইরে শ্বাস নিতে হবে। গ্লাসের মধ্যে নয়। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানি পান করার সময় তিনবার বাইরে শ্বাস নিতেন।–বুখারী ও মুসলিম

হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পানীয়ের মধ্যে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।–তিরমিযি

হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাত্রে শ্বাস গ্রহণ কিংবা তাতে ফুঁ দিতে নিষেধ করেছেন।–তিরমিযি

১৪. পেট ভরে খাওয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পেট ভরে খাওয়ার চেয়ে মানুষের কাছে মন্দ কাজ আর দ্বিতীয়টা নেই। আদম সন্তানের টিকে থাকার জন্য কয়েক লোকমা খাবারই যথেষ্ট। যদি তা না করে তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবার, এক তৃতীয়াংশ পানি এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস গ্রহণের জন্য খালি রাখা দরকার।–আহমাদ, ইবনে মাজাহ ও হাকেম

১৫. খাওয়ার মজলিসে বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি আগে খানা শুরু করবে। তারপর অন্যরা খাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, كَبِّرْ كَبِّرْ "মজলিসের সবচেয়ে বয়স্ক ও মুরুব্বী ব্যক্তি আগে খাওয়া শুরু করবে।"

১৬. ডান দিকের লোকেরা প্রথমে খাওয়া শুরু করবে। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : اَلْاَيْمَنُ فَالْاَيْمَنُ "ডান ও ডান দিক থেকেই শুরু করবে।"–বুখারী ও মুসলিম

১৭. পুরো আদবের সাথে খেতে হবে এবং সাথী কিংবা মেযবানকে যেনো বারবার খাওয়ার জন্য অনুরোধ করতে না হয়।

খাওয়ার সময় লজ্জা ছাড়াই প্রয়োজনীয় পরিমাণ খেতে হবে। বারবার খাওয়ার অনুরোধের মধ্যে রিয়া বা লোক দেখানোর মনোভাব থাকতে পারে।

১৮. খাওয়ার সময় অন্যান্যদের দিকে না তাকিয়ে চক্ষু অবনত করে খেতে হবে, যাতে করে অন্যরা তদারকীর লজ্জা অনুভব না করে। যদি এদিক ওদিক দেখাটা অন্যের কষ্টের কারণ হয় তাতে গুনাহ হবে।

১৯. খাওয়ার সময় পাত্রে হাত ঝাড়া ঠিক নয়। তাতে করে নিজ হাতের ময়লা পড়ে তা নোংরা হয়ে যেতে পারে। মাথা নিচু করেও খাওয়া ঠিক নয়। এতে করে মুখের খাবার নীচে পড়ে যেতে পারে। কোনো খারাপ জিনিসের উল্লেখ করা যাবে না। হতে পারে অন্য সাথী তাতে কষ্ট পেয়ে খাবার ছেড়ে দিতে পারে। মুসলমানকে কষ্ট দেয়া হারাম।

২০. উপস্থিত খাদ্যের উপর সন্তুষ্ট থাকা এবং অধিক রসনা তৃপ্তির জন্য অপেক্ষা না করা।

২১. পানি ও শরবত পান করার নিয়ম হলো, ডান হাতে গ্লাস নিয়ে বিস্‌মিল্লাহ বলে পান করতে হবে। দাঁড়িয়ে পানি পান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, কেননা উট দাঁড়িয়ে পানি পান করে।

রাসূলুল্লাহ পানি পান করার পর নিম্নের দোয়াটি পড়েছেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهُ عَذْبًا فُرَتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ نَجْعَلَهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا ـ

“সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি একে নিজ রহমতের বদৌলতে সুপেয় ও পিপাসা নিবারণকারী বানিয়েছেন এবং আমাদের গুনাহর কারণে একে তিক্ত লবণাক্ত করেননি।”

২২. কারোর ঘরে ইফতার করলে এই দোয়া পড়া উত্তম যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েছেন ঃ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

“তোমাদের কাছে রোযাদারেরা ইফতার করুক, নেক লোকেরা তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করুক এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য রহমতের দোয়া করুক।”

২৩. ক্ষুধা লাগলে এবং সময় থাকলে আগে খেয়ে পরে নামায পড়া উত্তম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

اِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَالْعَشَاءُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ ـ

"রাতের খানা ও এশার নামায উভয়টি একত্রিত হলে আগে রাতের খানা খেয়ে নাও।"

খাওয়ার পরবর্তী আদব

১. পেট ভর্তি তথা পূর্ণ তৃপ্তির আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে খাবার থেকে বিরত হতে হবে।

২. খাওয়া ও পান করার পর আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে হবে। দুধ পান করলে বলতে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَزِدْنَا مِنْهُ ـ

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে যে রিযক দিয়েছ তাতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে তা আরো বাড়িয়ে দাও।"

কারোর ঘরে ইফতার করলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়া উত্তম ঃ

اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَاَكَلَ طَعَامَكُمُ الْاَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ ـ

"তোমাদের কাছে রোযাদারগণ ইফতার করুক, নেক্কার লোকেরা খাবার গ্রহণ করুক এবং ফেরেশতারা তোমাদের জন্য গুনাহ মাফের প্রার্থনা করুক।"

৩. দাঁত ও মুখ পরিষ্কার করা দরকার। তা না হলে মুখে দুর্গন্ধ হবে যা কল্যাণকর নয় এবং তা দাঁতের জন্যও ক্ষতিকর।[১]

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার পদ্ধতি[২]

সম্মিলিতভাবে খাওয়ার ৭টি নিয়ম ও শিষ্টাচার রয়েছে। সেগুলো হলো–

১. বয়স্ক, ধার্মিক ও অধিক গুণী লোককে দিয়ে খাওয়া শুরু করাতে হবে। আগেই নিজের শুরু করা উচিত নয়।

২. খাওয়ার সময় একেবারে চুপচাপ থাকা ঠিক নয়। বরং উত্তম কথা বার্তা বলা ভালো। কেননা, একমাত্র নামাযেই চুপচাপ থাকার বিধান রয়েছে।

---

১. মিনহাজুল মুসলিম–শেখ আবু বকর আল-জাযায়েরী।

২. এহইয়া উলূমুদ্দীন - ইমাম গাযালী।

৩. একই পাত্রে খেলে সঙ্গীর প্রতি ভদ্রতা ও নম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। সঙ্গী কম খেলে তাকে আরো খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করা দরকার।

৪. নিসংকোচে প্রয়োজনীয় খাবার খাওয়া উচিত। ইমাম জাফর সাদেক বলেছেন, সেই বন্ধু আমার কাছে অধিক প্রিয়, যে অধিক খায় এবং বড় বড় লোকমা দেয়। পক্ষান্তরে আমার কাছে সেই ব্যক্তি অধিক বোঝা যার খাওয়ার বিষয়টি আমাকে দেখাশুনা করতে হয়। তিনি আরো বলেছেন, মানুষের সাথে মানুষের মহব্বত তখন ভালোভাবে জানা যায় যখন সে তার গৃহে নিসংকোচে খায়।

৫. সঙ্গে যারা খায় তাদের খাবারের প্রতি তাকানো ঠিক নয়। এতে তারা লজ্জাবোধ করবে। বরং নিজের খাওয়ায় মশগুল থাকা ভালো।

৬. সবার কাছে অপসন্দনীয় কোনো কাজ করা ঠিক হবে না। ভদ্র ও রুচিপূর্ণভাবে খাওয়া শেষ করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামে মেহমানদারীর পদ্ধতি

মেহমানদারী করা ওয়াজিব। প্রত্যেককে নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী মেহমানদারী করতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেনো মেহমানের সম্মান করে।"–(বুখারী ও মুসলিম) এখানে মেহমানের সম্মান বলতে মেহমানদারী বুঝায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে, সে যেনো মেহমানকে 'জায়েযাহ' পর্যন্ত সম্মান করে। সাহাবায়ে কেরাম 'জায়েযাহর' পরিমাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তা হচ্ছে একদিন ও এক রাত। তবে তিনদিন পর্যন্ত মেহমানদারী চলতে পারে। তিনদিনের অতিরিক্ত হচ্ছে সদকা।–বুখারী ও মুসলিম

০ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেউ প্রশ্ন করল, ঈমান কি ? তিনি বললেন, আহার করানো এবং সালামের চর্চা করা।

০ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ঘরে মেহমান আসে না সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

মেহমানদারীর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে হবে ঃ

দাওয়াত

১. নেক লোকদেরকে দাওয়াত দিতে হবে এবং পাপী ও ফাসেক লোকদেরকে বাদ দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

لاَتُصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا وَّلاَ يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلاَّ تَقِىٌّ

"মু'মিন ছাড়া কাউকে সাথী বানাবে না এবং নেক লোক ছাড়া কেউ যেনো তোমার খাবার না খায়।"–বুখারী ও মুসলিম

২. খাওয়ার অনুষ্ঠানে ফকীর, গরীবকে বাদ দিয়ে যেনো শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া না হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعٰى اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ دُوْنَ الْفُقَرَاءِ

"সেই বিয়ের খাওয়ার অনুষ্ঠান সবচেয়ে নিকৃষ্ট যাতে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়।"–বুখারী ও মুসলিম

৩. মেহমানদারীর উদ্দেশ্য গর্ব অহংকার নয় বরং এর উদ্দেশ্য হওয়া উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মত আম্বিয়ায়ে কেরামের সুন্নাহর অনুসরণ করা। ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে 'আবুদ দীফান' উপাধিতে ভূষিত করা হতো। যার অর্থ হলো মেহমানের পিতা।

৪. উপস্থিত হতে পারবে না এমন লোককে আমন্ত্রণ জানানো ঠিক নয়।

আমন্ত্রণ গ্রহণ করার পদ্ধতি

১. দাওয়াত কবুল করা উচিত এবং বিনা কারণে তা প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। তবে দীন ও শরীরের ক্ষতির আশংকা থাকলে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে কোনো অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ دُعِىَ فَلْيُجِبْ - مسلم

"কাউকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যেনো তা গ্রহণ করে।"

তিনি আরো বলেছেন, "যদি আমাকে ভেড়ার পা খাওয়ানোর আমন্ত্রণ জানানো হয়, আমি তা কবুল করবো এবং আমাকে পশুর রান উপহার দিলে, তাও আমি গ্রহণ করবো।"

২. দরিদ্র ও ধনীর দাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে দরিদ্রের দাওয়াতের প্রতি অগ্রাধিকার দিতে হবে, কেননা দরিদ্রের দাওয়াতে না যাওয়া অহংকারের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। একদিন হযরত হাসান বিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু মিসকিনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে মাটিতে বসে খেতে দেখেন, তারা তাঁকে আদর করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূলের কন্যার সন্তান ! আমাদের সাথে দুপুরের খাবারে অংশ গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, আল্লাহ অহংকারী লোকদেরকে ভালোবাসেন না। তিনি ও তাঁর সাথী খচ্চর থেকে নেমে তাদের সাথে খানায় শরীক হন।

৩. নফল রোযার কারণে দাওয়াতে অনুপস্থিত থাকা যাবে না। যদি খাওয়ার কারণে মেযবান খুশি হয় তাহলে খেতে হবে। কেননা কোনো

মু'মিনকে খুশি করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়। আর যদি মেহমানরা না খেলে মেযবান অসন্তুষ্ট না হয় তাহলে মেহমান তার মেযবানের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হলে তা গ্রহণ করবে এবং রোযা থাকলে মেযবানের বাড়ীতে পৌঁছে দোয়া করবে ও রোযা ভাঙার প্রয়োজন হলে রোযা ভেঙে ফেলবে। –মুসলিম

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ

تَكَلَّفَ لَكَ اَخُوْكَ وَتَقُوْلُ اِنِّيْ صَائِمٌ !

"তোমার ভাই কষ্ট স্বীকার করে তোমাকে দাওয়াত দিয়েছে, আর তুমি বলছ, আমি রোযাদার।"

অর্থাৎ স্বয়ং আল্লাহর রাসূলও রোযার কারণে দাওয়াতে অনুপস্থিতিকে পসন্দ করেননি। তবে তা ফরয রোযার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৪. আমন্ত্রণ গ্রহণের মাধ্যমে আমন্ত্রণকারী ভাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব থাকলে সওয়াব পাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّانَوٰى

"সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেকেই তার নিয়ত অনুযায়ী বিনিময় পাবে।"–বুখারী

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, নেক নিয়তের কারণে জায়েয এবং মুবাহ কাজও ইবাদাতে পরিণত হয় এবং তার সওয়াব পাওয়া যায়।

৫. বিনা কারণে দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা গুনাহ। কেননা এতে করে ইসলামের একটি সামাজিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ دُعِىَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَمَنْ دَخَلَ عَلٰى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا ـ

"যে ব্যক্তি আমন্ত্রণ পেয়ে দাওয়াতে যায়নি সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে। আর যে ব্যক্তি বিনা দাওয়াতে খেতে

গিয়েছে, সে চোর হিসেবে প্রবেশ করেছে এবং লুটেরা হিসেবে বেরিয়ে এসেছে।"–আবু দাউদ

এ হাদীস মোতাবেক দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করা যেমন গুনাহ্, তেমনি বিনা দাওয়াতে খেতে যাওয়াও গুনাহ। এ বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন ঃ "যখন দুই আমন্ত্রণকারী একই বেলা খাওয়ার জন্য দাওয়াত দেয়, তখন নিকটবর্তী আমন্ত্রণকারীর দাওয়াত কবুল করবে। আর যদি দুজনের মধ্যে একজন আগে আসে তবে তার দাওয়াত কবুল করবে।"

–আহমাদ ও আবু দাউদ

ইমরান বিন হোসাইন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাসেকের দাওয়াত কবুল করতে নিষেধ করেছেন।"–বায়হাকী শোআবুল ঈমান

৬. পথের দূরত্বের কারণে দাওয়াত অস্বীকার করা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কেউ আমাকে কোরাউল গামীমে দাওয়াত করলে আমি তা কবুল করবো।"

(কোরাউল গামীম মদীনা থেকে কয়েক ক্রোশ দূর অবস্থিত।)

৭. দাওয়াতের উদ্দেশ্য হবে মু'মিন ভাইকে সন্তুষ্ট করা, যার ফলে আল্লাহও সন্তুষ্ট হবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ اَكْرَمَ اَخَاهُ الْمُؤْمِنَ فَكَاَنَّمَا اَكْرَمَ اللّٰهَ وَمَنْ شَرَّ مُؤْمِنًا فَقَدْ شَرَّ اللّٰهَ

"যে ব্যক্তি তার মু'মিন ভাইকে সম্মান করে সে যেনো আল্লাহকেই সম্মান করলো এবং যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনকে অসম্মান করে আল্লাহও তাকে অসম্মান করবেন।"

৮. মেহমানের জন্য দ্রুত খাবার পরিবেশন তার তাযীম ও সম্মানের অন্তর্ভুক্ত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের মেহমানদের উদ্দেশ্যে দ্রুত খাদ্য পরিবেশনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন ঃ "আপনার কাছে কি ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ? ইবরাহীম অনতিবিলম্বে মেহমানদের জন্য ভুনা গরুর বাছুর নিয়ে এসেছে।"

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

فَرَاغَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِيْنٍ ـ

"তিনি নিজ পরিবারের কাছে দ্রুত ছুটে গেলেন এবং মেহমানের জন্য ঘিয়ে ভাজা গরুর বাছুর নিয়ে হাজির হলেন।"

দাওয়াতে হাজির হওয়ার আদব

১. দেরীতে পৌছে মেযবানকে কষ্ট দেয়া ঠিক নয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী আগে পৌছেও মেযবানকে অপ্রস্তুত করে দেয়া উচিত নয়।

২. পৌছার পর বিনয়ের সাথে মজলিসে আসন গ্রহণ করা উচিত।

৩. সময় মত প্রস্তুতি শেষে মেহমানকে খাবার দেয়া উচিত। সময় মত মেহমানকে খাবার দেয়ার মাধ্যমে মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মেহমানের সম্মান করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ।

৪. মেহমানের প্রয়োজন উপযোগী খাবার পেশ করতে হবে। প্রয়োজনের চেয়ে পরিমাণে কম খাবার দিলে তা খারাপ দেখায়। অপরদিকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণ অবশ্যই কৃত্রিমতা ও দৃষ্টিকটু। তাই উভয়টার মাঝামাঝি হতে হবে।

৫. কেউ কোথাও মেহমান হিসেবে গেলে তিনদিনের বেশী যেনো না থাকে। হ্যাঁ যদি মেযবান আরো বেশী থাকার জন্য পিড়াপিড়ি করে তাহলে ভিন্নকথা। বিদায়ের সময় মেযবানের অনুমতি নিতে হবে।

৬. মেহমানকে ঘরের বাইরে গিয়ে বিদায় দেয়া উচিত। আমাদের অতীত বুজুর্গানে দীন তাই করতেন। আর তা মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ।

৭. মেহমানের উচিত খুশী হয়ে বিদায় নেয়া। যদিও মেহমানদারীতে কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, তা যেনো ভুলে যায়। কেননা তা সৌজন্য ও ভদ্রতার বহিঃপ্রকাশ।

৮. মুসলমানের ঘরে তিনটি শোয়ার বিছানা থাকা উচিত। একটি নিজের জন্য, দ্বিতীয়টি পরিবারের জন্য এবং তৃতীয়টি মেহমানের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

فِرَاشٌ لِّلرَّجُلِ وَفِرَاشٌ لِّلْمَرْاَةِ وَفِرَاشٌ لِّلضَّيْفِ وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ ـ مسلم

"পুরুষের জন্য একটি বিছানা, স্ত্রীর জন্য একটি বিছানা এবং মেহমানের জন্য একটি বিছানা থাকা উচিত। চতুর্থ বিছানা হচ্ছে শয়তানের জন্য।"–মুসলিম

এ হাদীসে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিছানা রাখার কথা বলা হয়েছে এবং অপ্রয়োজনীয় বিছানাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। তাই বলে নিজ সন্তান ও চাকরের বিছানাকে অস্বীকার করা হয়নি। এখানে চতুর্থ বিছানা বলতে অপ্রয়োজনীয় বিছানাকে বুঝানো হয়েছে। প্রতিটি কাজে ইসলাম কত সুন্দর জীবন-যাপনের নির্দেশ দেয়, তা যে কোনো রুচিশীল ব্যক্তিই বুঝতে সক্ষম।

৯. ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তখন তার হাত ধরতেন এবং মেহমান নিজ হাত ছাড়ানোর আগ পর্যন্ত তিনি মেহমানের হাত ছাড়তেন না। তারপর তিনি এই দোয়া করতেন ঃ

اَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَاٰخِرَ عَمَلِكَ অথবা خَوَاتِمَ عَمَلِكَ

"আমি তোমার দীন, আমানত ও শেষ আমলকে আল্লাহর কাছে সোপর্দ করলাম।"–তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা

আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১৫১৯১

বিক্রয় কেন্দ্র

৪৩৫/২-এ, বড় মগবাজার,
(ওয়ারলেস রেলগেট)
ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৩৯৪৪২

১০, আদর্শ পুস্তক বিপনী
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।